ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 100 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৫৬ ● কলকাতা ● ০২ আশ্বিন, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 63

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এই ফল সহজেই পাওয়া যেত। জংলী কলার অনেক গাছ ছিল।

এই কলা আকারে বড় ও মোটা ছিল। কিন্তু এই কলার ভিতরে কালো রংয়ের বীজ হত, সাধারণ কলা থেকে কম মিষ্টি হত। একটু উগ্র স্বাদও হত। এই রকম কলার ঝাড় অনেক জায়গায় দেখা যেত। এই জায়গায়ও কোন মানুষ ছিল না। সম্পূর্ণ নির্জন স্থান ছিল। পশু ও পাখী বড় সংখ্যায় ছিল।

জলাশয়ের কাছে, গুহার বাইরে আবার গুরুদেব বসলেন এবং পুনরায় চর্চা শুরু হলে তিনি বললেন, "একজন মানুষ কখনও নিজের জীবনীশক্তির সাহায্যে চিত্তর উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না কারণ মানুষের চিত্তশক্তি জীবনীশক্তি থেকে অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী।

ক্রমশঃ

পঁচাত্তরে পা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বুধবার পঁচাত্তরে পা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর জন্মদিন ঘিরে বিজেপির তরফে দেশজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি করার চেষ্টা হলেও, একই সঙ্গে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে, পঁচাত্তরে পৌঁছনোর পর এবার কি তিনি লালকৃষ্ণ আডবানী বা মুরলী মনোহর জোশীর মতো 'মার্গদর্শকমণ্ডলী'তে চলে যাবেন, না কি আরও কয়েক বছর সক্রিয় রাজনীতির মঞ্চেই নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন?আসলে বিজেপির ভেতরেও অনেকেই মনে করেন, এটি আসলে 'ভুয়ো বিতর্ক'। কারণ দলে এরকম কোনও বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই। এক প্রাক্তন সাংসদের কথায়, প্রবীণদের মধ্যে কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ হলে তাঁদের টিকিট দেওয়া হয়েছে, আবার কারও ক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি। সবটাই পরিস্থিতি নির্ভর। তবে তরুণ নেতাদের মতে, অবসরের একটা নির্দিষ্ট বয়স থাকা উচিত যাতে নতুন প্রজন্ম সুযোগ পায়। তবে, আনন্দীবেন প্যাটেল গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়ার সময় স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন, তিনি ৭৫ পূর্ণ করছেন বলেই সরে যাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্যে তখনই বার্তা গিয়েছিল, দলে একপ্রকার বয়সসীমার প্রথা কার্যকর হচ্ছে। বাস্তবে দেখা গিয়েছে, তা সব

এরপর ৬ পাতায়

বাংলার হস্তশিল্পে যেমন শান্তিনিকেতনের চামড়াজাত দ্রব্য বা পুরুলিয়ার মুখোশে জিএসটি হ্রাস

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন আজ কলকাতায় শিল্পপতি, বিভিন্ন অংশীদার ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশে জিএএসটির সংস্কার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি নেক্সট-জেন জিএসটি সংস্কারের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রহণ করা পদক্ষেপগুলির ব্যাখ্যা দেন। এই সংস্কার কর কাঠামোকে সহজতর করা, নাগরিকদের সাধ্যের মধ্যে মূল্য রাখা, কর মেনে চলার প্রবণতা জোরদার করা এবং শিল্পোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশেষত, বাংলার বহুমুখী ব্যবসা, শিল্প ও শিল্পক্ষেত্র কীভাবে উপকৃত হবে, তা তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

শ্রীমতী সীতারামনের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদারসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

নিজের বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী জানান, দ্বিতীয় প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে। দুর্গাপুজোর সূচনার সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই সংস্কার আনা হয়েছে, যাতে নাগরিক ও শিল্পক্ষেত্র একই সঙ্গে স্বস্তি ও আনন্দ পায়। তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে জিএসটি স্ল্যাবগুলি পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। অধিকাংশ পণ্য ও পরিষেবা এখন মূলত দুটি হারে পড়বে, আবশ্যকীয় দ্রব্যে ৫% এবং অধিকাংশ অন্যান্য দ্রব্যে ১৮%। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ, স্বাস্থ্যবিমা ও দৈনন্দিন ব্যবহারের পণ্যে জিএসটি কমানো হয়েছে, যাতে গৃহস্থালির বাজেট হালকা হয়। বৈদ্যুতিন সামগ্রী, ডিজিটাল লার্নিং টুলস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যতেও কর হার কমানো হয়েছে। পরিবেশবান্ধব পণ্য যেমন কম্পোস্টিং মেশিনেও করছাড় দেওয়া হয়েছে।

এই সংস্কারের ফলে ভোগ বৃদ্ধি ও করের বোঝা হ্রাসের মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রায় ₹২ লক্ষ কোটি টাকা প্রবাহিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বকে স্বীকৃতি জানিয়ে নির্মলা সীতারামন জানান, বাংলার বেশ কিছু শিল্প ও পণ্যকে নতুন জিএসটি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে যেমন বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প সংরক্ষিত ও প্রসারিত হবে, তেমনি জেলার অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে।

প্রধান শিল্প ও পণ্যে নতুন জিএসটি হার:

শান্তিনিকেতনের চামড়াজাত দ্রব্য – ১২% থেকে ৫% (বীরভূম জেলা)

- বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া টেরাকোটা – ১২% থেকে ৫% (বাঁকুড়া জেলা)
- পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ – ১২% থেকে ৫% (পুরুলিয়া জেলা)
- নকশি কাঁথা – ১২% থেকে ৫% (বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলা)
- প্রক্রিয়াজাত মালদা আম – ১২% থেকে ৫% (মালদা জেলা)
- দার্জিলিং চা – ১৮% থেকে ৫% (দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা)

অর্থমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, এই পদক্ষেপগুলি বাংলার কারিগর, কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতায়িত করবে এবং তাদের পণ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে। তিনি বলেন, সহজীকৃত স্ল্যাব ও নিম্ন করহার কেবলমাত্র সাধারণ নাগরিকদের স্বস্তি দেবে না, বরং ব্যবসায়ী, বিশেষত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং শিল্পপতিদের জন্যও একটি স্থিতিশীল ও ন্যায়সঙ্গত পরিবেশ তৈরি করবে।

বেদনাদায়ক ঘটনা, ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানা থেকে বন্যার জলে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক শিশুর

পার্থ ঝা, মালদা

মর্মান্তিক ঘটনা। আবারো বন্যার জলে ডুবে অকালে প্রাণ হারাল এক শিশু। গভীর বেদনাদায়ক ঘটনা চোখের জল থেমে রাখতে পারছেন না পরিবার সহ প্রতিবেশী। এই ভাবেই চলে যেতে হবে এক শিশুকে। যুবক থেকে কিশোরী এরপর বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হল আনুমানিক এক দেড় বছরের শিশুর।ফের এক মায়ের কোল শূন্য হল।এর জন্য দায়িকে প্রশ্ন ?ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচকের ভুতনির উওর নন্দীটোলা এলাকায়।

জানা গেছে, মৃত শিশুর নাম সুমন মন্ডল। বয়স আনুমানিক

দেড় বছর। ছোট থেকে কোলে পিঠে করে ভালোবেসে বড় করে তুলছিলেন সুমনকে। এমন বেদনাদায়ক মৃত্যু হবে পরিকল্পনা করতে পারছেন না পরিবারের লোকজন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার, ঘরের ভিতর চৌকিতে ঘুমিয়ে ছিল শিশুটি। আর ঘরের ভেতরেই বন্যার জল। ঘুমন্ত অবস্থায় চৌকি থেকে বন্যার জলে পড়ে যায় শিশুটি বলে খবর। এরপর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ঘরে ঢুকে দেখেন চৌকিতে নেই শিশু। এরপর দেখেন চলে পড়ে রয়েছে শিশুটি। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ভুতনির একটি স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে গেলে তাকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এরপর মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক বলে খবর। শিশুটি মর্মান্তিক মৃত্যুতে বুকফাঁটা কান্নায় ভেঙে পরেছেন পরিবারের লোকজন পাশাপাশি শোকের ছায়া বিরাজ করেছে গোনা এলাকা জুড়ে। একের পর এক মৃত্যুর জন্য দায়িকে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায় ?

ইন্ডিয়ান ডিফেন্স সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স-এর ৭৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নতুন দিল্লি ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ইন্ডিয়ান ডিফেন্স সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (আইডিএসই) হল প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন গ্রুপ-এ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস। তাদের ৭৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়েছে। দিল্লি সেনাঘাঁটিতে মানেকশ সেন্টারে ১৭ সেপ্টেম্বর এই প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী রাজেশ কুমার সিং। বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করতে আইডিএসই কাডারের আধিকারিকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। পরিবর্তিত নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তিনি তাদেঁর সর্বদা প্রস্তুত থাকতে বলেন। সেইসঙ্গে পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন প্রযুক্তি গ্রহনের ওপরও জোর দিয়েছেন তিনি।

প্রতিরক্ষা সচিবের ভাষণের পর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কালচারাল রিলেশন্স-এর শিল্পীরা নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এবং সেনা সদর কার্যালয়ের পদস্থ অসামরিক ও সামরিক আধিকারিকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আইডিএসই-র আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। ভারতীয় প্রতিরক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে তা এক ঐতিহাসিক মাইল ফলক বলে সূচিত হয়। দেশ জুড়ে বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে কর্মরত এই কাডারের আধিকারিকরা নানান প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে যুক্ত। বিমানঘাঁটি, হ্যাঙ্গার, নৌ-জেটি থেকে শুরু করে কারিগরি ও প্রশাসনিকভবন, হাসপাতাল এবং সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং ডিআরডিও-র জন্য বিশেষ সুবিধা গড়ে তোলার দায়িত্বও তাঁদের ওপর।

(১ম পাতার পর)

পঁচাত্তরে পা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

সময় মেনে চলা হয়নি। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা ৭৮ বছর বয়সে পদ ছাড়েন, আবার অনেকে বয়সসীমা অতিক্রম করেও সক্রিয় ভূমিকা বজায় রেখেছেন। ফলে এই 'নিয়ম' কতটা প্রযোজ্য, তা রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক অদিতি ফড়নবিস মনে করেন, ৭৫ বছরে অবসর নেওয়ার বিষয়টি নিছক প্রতীকী। তাঁর কথায়, কখনও প্রবীণ নেতাদের সরিয়ে নতুন মুখ আনার প্রয়োজন হলে এই যুক্তি খাড়া করা হয়েছে, আবার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় ব্যতিক্রমও দেখা গিয়েছে। সাংবাদিক সুনীল গাতাড়ের মতে, এটি ছিল আসলে প্রবীণ নেতাদের সম্মানজনকভাবে সাইডলাইন করার নরম নির্দেশিকা, কঠোর নীতি নয়। বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বের বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ইতিমধ্যেই সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বিজেপির সংবিধানে ৭৫ বছর বয়সে অবসর নেওয়ার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি পূর্ণ দায়িত্বে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন।বিজেপি ও আরএসএস শিবিরে বহুদিন ধরেই ঘুরেফিরে প্রশ্ন উঠছে, প্রবীণ নেতাদের কি নির্দিষ্ট বয়সসীমা পেরোলেই অবসর নেওয়া উচিত? এদিন সেটিই আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

কিছু দিন আগে, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ৭৫-এ অবসরের ইঙ্গিত দিয়ে মোদির উপর চাপ বাড়িয়েছিলেন। ছ'দিন আগে ভাগবত নিজে ৭৫-এ পা দিয়েছেন। জন্মদিনের আগে অবশ্য সংঘপ্রধান নিজের অবসরের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন। তাতে খুশি হয়ে মোদি ভাগবতের জন্মদিনে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিশাল নিবন্ধ লেখেন। সংঘপ্রধান নিজের অবসরের সম্ভাবনা এড়ালেও মোদির অবসর নিয়ে জল্পনা বিজেপিতে এবং সংঘে বন্ধ হয়নি।

বস্তুত, এই বিতর্কের সূত্রপাত ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়। মোদিকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করা হলে বিজেপির অনেক প্রবীণ নেতা দলের এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হন। সেই সময় থেকেই প্রচার হতে থাকে, ৭৫ বছর বয়সের পরে নেতারা সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াবেন। যদিও বিজেপির সংবিধানে এ নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক নীতি নেই। প্রবীণ সাংবাদিক ডি কে সিং জানিয়েছেন, দলীয় মুখপাত্ররা অফ দ্য রেকর্ড এই প্রসঙ্গ তুললেও তা কখনওই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। সেই সময় আডবানী, জোশী-সহ বেশ কয়েকজন বর্ষীয়ান নেতাকে 'মার্গদর্শকমণ্ডলী'তে স্থান দেওয়া হয়, যদিও তাঁদের কার্যত কোনও সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। বলা যেতে পারে, জোর করে প্রাজ্ঞ দুই রাজনীতিককে 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসে' নির্বাসিত করা হয়। কমবয়সি প্রধানমন্ত্রী মোদির সামনে আডবানী, জোশীদের মতো প্রবীণ নেতারা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারেন। তাঁদের উপস্থিতিতে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে মোদির সমস্যা হতে পারে। সে কারণেই মোদির প্রধানমন্ত্রী পদকে দলেই নিরঙ্কুশ করতে এহেন সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, এবার নিজের ক্ষেত্রে '৭৫-এ অবসর' মেনে ক্ষমতা থেকে সরতে চাইবেন কি মোদি? কংগ্রেসের এক নেতা সোমবারই প্রশ্ন তুলেছিলেন যে বুধবার ৭৫ পূর্ণ করে মোদি রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন কি না। এদিন, কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "নরেন্দ্র মোদি যতদিন রাজনীতিতে থাকবেন ততদিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই থাকবেন। এবং মোদির স্বেচ্ছাবসর হবে। মোদি অপরাজেয়।" শমীকের এই দাবি নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে গেরুয়া শিবিরে।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মুখের পরিচিতি যাচাই প্রক্রিয়ার প্রাথমিক সূচনা করেছে

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত এনডিএ ও এনএ-২, ২০২৫ এবং সিডিএস-২ পরীক্ষা, ২০২৫-এ দ্রুত এবং নিরাপদ পরীক্ষার্থী যাচাইয়ের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর মুখ পরিচিতি যাচাই প্রযুক্তির প্রাথমিক প্রয়োগ সফলভাবে করল ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)।

এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স ডিভিশন (এনইজিডি)-এর সহযোগিতায়। এর লক্ষ্য, পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরও সুসংহত করা এবং পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ আরও সহজ করা।

গুরগাঁও-এর নির্দিষ্ট কয়েকটি কেন্দ্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হল যেখানে পরীক্ষার্থীদের মুখের ছবি ডিজিটাল মাধ্যমে যাচাই করা হল তাদের রেজিস্ট্রেশন ফর্মে দেওয়া ছবির সঙ্গে। এতে পরীক্ষার্থীদের যাচাই করার সময় গড়ে ৮-১০ সেকেন্ড কমে যায়। ফলে, প্রবেশ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু হওয়ায় আরও একপ্রস্থ নিরাপত্তা যুক্ত হয় এই ব্যবস্থায়।

পরীক্ষার প্রতিটি পর্ব জুড়ে ১,১২৯ জন প্রার্থীর ২,৭০০ সফল স্ক্যান সম্পূর্ণ হয়। পরীক্ষাকে আরও সুষ্ঠু, নিরাপদ, কার্যকরী করে তুলতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ইউপিএসসি-র চেয়ারম্যান ডঃ অজয় কুমার বলেছেন : "পরীক্ষায় স্বচ্ছতার উচ্চমান ধরে রাখতে কমিশন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়বদ্ধ। এই প্রাথমিক কর্মসূচি সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকরী এবং নিরাপদ করে তুলতে আমাদের প্রয়াসে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। যেহেতু ইউপিএসসি গোটা পদ্ধতির আধুনিকীকরণ করতে কৃতসঙ্কল্প, সেজন্য আমাদের প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতার সুরক্ষার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।"

সম্পাদকীয়

মুর্শিদাবাদ হিংসা মামলায় বিরক্ত আদালত

কেন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিহা? মুর্শিদাবাদ ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে সংঘর্ষ মামলার শুনানিতে বিরক্তি প্রকাশ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চের। আদালতের প্রশ্ন, দুই গোষ্ঠীর কোন্দলে যাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে কেন অনিহা প্রকাশ করা হচ্ছে?তিনিই ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আদালতকে জানান। ক্ষতিপূরণের রিপোর্টের বিষয়ে রাজ্য জানায়, "আলাদা করে এখনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। ভ্যালুয়েশন জানা সম্ভব হয়নি, তাই দেওয়া সম্ভব হয়নি।" তখন বিচারপতি সৌমেন সেন প্রশ্ন করেন, "দুর্গাপুজোয় পুনর্বাসন দেওয়া যায় আর এখানে ক্ষতিপূরণ দিতে পারছেন না?" আপাতত অন্তর্বর্তী নির্দেশ বহাল রেখেছে। ক্ষতিপূরণের বিষয় রাজ্য জানাবে। আগামী শুনানিতে তদন্তে অগ্রগতির রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে। ২০ নভেম্বর পরবর্তী শুনানি।দুর্গাপুজোয় সাহায্য করতে সমস্যা নেই আর এমন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ দিতে সমস্যা? মন্তব্য বিচারপতি সৌমেন সেনের। প্রসঙ্গত, ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় তেতে ওঠা মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে অশান্তির আঁচ।

প্রচুর বাড়ি-ঘর-স্থাপত্য ভাঙচুর হয়। একাধিক জনের মৃৎয়ুর খবরও আসে। সেই ঘটনায় এনআইএ-র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে হাইকোর্টে। বিচারপতি সৌমেন সেন ও রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে র বক্তব্য, হাইকোর্ট এই মামলায় বারেবারে বলার পরেও NIA তদন্ত হাতে নিতে এগিয়ে আসেনি।

NIA মনে করলে তদন্ত নিতে পারে বলে আগেই নির্দেশ ছিল। তারপরেও সেটা কর্যকরি হয়নি, পর্যবেক্ষণ বিচারপতি সৌমেন সেনের। বিচারপতি সেনের বক্তব্য, "এখানে রাজ্যের তদন্তে অনেক ত্রুটি আছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। NIA র সাহায্য নেওয়া যেমন হয়নি, তেমন তারাও এগিয়ে আসেনি।

"রাজ্যের তরফ থেকে এদিন সওয়াল করেন শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "চার্জশিট পেশ হয়েছে। নতুন কোন ঘটনাও ঘটেনি। ১০৯ মোট কেস রুজু হয়।" ক্ষতিগ্রস্তদের তরফে আদালতে এদিন সওয়াল করেন আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ছত্রিশতম পর্ব)

এক পাঞ্জাবী বক্সার যুদ্ধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যথেষ্ঠ উপকার করেন। হুজুরিমলের এই সহায়তার জন্য কোম্পানী তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইলে তিনি কালীঘাটের মধ্যে ১২ বিঘে জমি প্রার্থনা করলেন। কোম্পানী তাঁর ইচ্ছে পূরণ করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা রাখতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মন্দির সংলগ্ন আদিগঙ্গার ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন।

এবার আসি বর্তমান মন্দির নির্মাণের ইতিবৃত্তে। শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষন পলাশীর যুদ্ধের পর প্রচুর ধনশালী ও প্রতিষ্ঠাবান হওয়াতে সে কালের কিছু বনেদী ধনী মানুষদের চক্ষুশূল

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

শিলিগুড়িতে বিশেষ 'স্পর্শ' কর্মশিবিরে উপস্থিত সেনাপ্রধান

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজ শিলিগুড়ির বেংডুবি সামরিক ঘাটিতে 'স্পর্শ' বার্তা কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। 'কন্ট্রোলার অফ ডিফেন্স একাউন্টস' আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের পেনশন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল অনিল চৌহান। প্রায় ২০০০-এরও বেশি অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। জেনারেল চৌহান অনুষ্ঠানে উপস্থিত লাভ্যার্থীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সেনা সবসময় অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের পাশে থাকে, এবং সরকার ও সেনা তাদের যেকোন সমস্যা গুরুত্ব সহকারে সামাধান করে থাকে।

কন্ট্রোলার অফ ডিফেন্স একাউন্টস শ্রী হিমাংশু শঙ্কর জানান, আজকের কর্মসূচীতে প্রায় আটশো-র বেশি সেনাকর্মী ও তাদের পরিবার লাভবান হয়েছেন। বিভিন্ন কারণে এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত পেনশন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়নি, এই স্পর্শ কর্মসূচীর মাধ্যমে সেগুলির সমাধান করা হবে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই মর্মে কালীকে দেখলে তাঁর মূর্তিরূপ এক বিপ্লবঃ তিনি লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা করেন, পুরুষতন্ত্রকে পদদলিত করেন, তিনি বিশ্বমানবতাকে ধ্বংস করে বাঙালিকে শেকড়ে পুনঃস্থাপিত করার আশ্বাস দেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারত চেম্বার অফ কমার্সের ১২৫তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. ভি. অনন্ত নাগেশ্বরন ভারতের অর্থনীতির সাফল্য ও উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখলেন

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ভারত চেম্বার অফ কমার্সের ১২৫তম বর্ষপূর্তির সূচনা অনুষ্ঠানে দেশের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. ভি. অনন্ত নাগেশ্বরন ভারতের অর্থনীতির সাফল্য ও উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখলেন আজ। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল "ইন্ডিয়া: দ্য মেকিং অব আ মিরাকল" বা "ভারতঃ এক বিস্ময়ের নির্মাণ"।

ড. নাগেশ্বরন বলেন, সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক চিত্র ইতিবাচক। তবে, সরকারি বিনিয়োগে সংযম প্রয়োজন। অতিরিক্ত ব্যয়ের বিপদ তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। তাঁর অভিমত, সরকারি ব্যয় হতে হবে ধারণক্ষমতার ভিত্তিতে। সম্প্রতি প্রত্যক্ষ কর ছাড় এবং জিএসটি সংস্কার ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণপ্রবাহ বার্ষিক ১৮ শতাংশ হারে বাড়ছে। ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা, বিশেষত ইউপিআই-কে তিনি ভ্রমণ, হোটেল ও রেস্তোঁরার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগে উৎসাহিত করলেন । শহরের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা দুর্বল—এই ধারণাকে তিনি ভ্রান্ত বলে ব্যাখ্যা করে এর জন্যে সীমিত তথ্য গ্রহণকে দায়ী করেন তিনি।

আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমেরিকার সঙ্গে সাম্প্রতিক শুল্ক-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান অল্প দিনের মধ্যেই বেরিয়ে আসবে। মুদ্রা-বাজার নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস অনিশ্চিত হলেও, ডলারের তুলনায় টাকার তেমন দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের বাধা এড়াতে বাণিজ্যে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি নজর দিতে বলেন।

তিনি আরও বলেন, বড় শিল্পে বর্তমানে ঋণের তেমন জোরালো প্রয়োজন নেই। আর্থিক নীতি সেই অনুযায়ী সাজাতে হবে। সৎ ব্যবসার পথে নিয়ন্ত্রক খরচ একটি বড় বাধা। যদিও পরিসংখ্যানে অনেক সময়ে একই নিয়মকে আলাদা রাজ্যে আলাদা করে ধরা হয়, ফলে সংখ্যা বেড়ে যায়, তবুও এ নিয়ে সরলীকরণের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল তৈরি করেছেন তিন। ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি শ্রী নরেশ পচিসিয়া জানান, সংস্থা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম। তিনি প্রশ্ন তোলেন— কীভাবে দেশের জনসংখ্যাগত প্রয়োজন ও ডিজিটাল অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হবে এবং কীভাবে 'বিকশিত

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

পরিচ্ছন্নতা এবং বকেয়া বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে বিশেষ অভিযান ৫.০-র সফল রূপায়ণের তোড়জোড় ভারতীয় রেলের

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে শুরু হয়েছে ভারত সরকারের বিশেষ অভিযান ৫.০। স্বচ্ছতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং বকেয়া বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে লক্ষ্য স্থির করে সেই লক্ষ্য অর্জনে সময় ধার্য করা হয়েছে ২-৩১ অক্টোবর, ২০২৫। রেল মন্ত্রক ভারতীয় রেলের সব কেন্দ্রে এই অভিযানের সফল রূপায়ণের জন্য পুরোদস্তর প্রস্তুত।

রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও শ্রী সতীশ কুমারের নেতৃত্বে অন্য শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা এই অভিযানের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে প্রস্তুতির ওপর নজর রাখছেন। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিধি-নিয়ম পাঠানো হয়েছে সব জেনারেল ম্যানেজার এবং অন্যান্য কেন্দ্রের প্রধানদের। রেল বোর্ডের সচিবের পৌরোহিত্যে একটি সমীক্ষা বৈঠক হয়েছে ২৭/০৮/২০২৫-এ অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সব নোডাল অফিসারদের সঙ্গে।

১৭টি জোনাল রেল, ৭০টি ডিভিশনাল অফিস, ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, ৯টি প্রোডাকশন ইউনিট এবং ৯টি সেন্ট্রাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে বিস্তারিত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে। ভারতীয় রেলে ১৫০-এর বেশি নোডাল অফিসার বহাল করা হয়েছে সমন্বয় রাখতে। নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যের যোগান দিতে।

প্রস্তুতিপর্ব চলছে। অভিযানের মানদণ্ড মেনে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন, বকেয়া বিষয়ের নিষ্পত্তি, ফাইল পর্যালোচনা করা, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্ক্র্যাপ বিক্রি।

রেল মন্ত্রক পরিচ্ছন্নতাকে প্রতিদিনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে এবং বকেয়া বিষয়ের সময় বেঁধে নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ। সমন্বিত পরিকল্পনা এবং সব কেন্দ্রের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মন্ত্রকের লক্ষ্য বিশেষ অভিযান ৫.০-এর বিপুল সাফল্য।

মুনিরের নির্দেশেই সিঁদুরে নিকেশ জঙ্গিদের শেষকৃত্যে পাক জওয়ানরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিগত কয়েকদিন ধরেই একের পর এক বোমা ফাটাচ্ছেন জইশ কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ফের একবার ইসলামাবাদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলল সে। স্পষ্ট জানিয়েছে, পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনীরের নির্দেশেই অপারেশন সিঁদুরে নিহত জঙ্গিদের শেষকৃত্যে উপস্থিত হয়েছিলেন পাক জওয়ানরা।উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই ইলিয়াস সাফ জানায়, দিল্লির সংসদ হামলা ও ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূলচক্রী আর কেউ নয়, খোদ জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজাহার। ইলিয়াসের বয়ানে স্পষ্ট যে পাকিস্তান যতই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করুক না কেন, বাস্তবে

পাকিস্তানের শিরায় শিরায় সন্ত্রাসের বিষ। অপারেশন সিঁদুরে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল এই মাসুদের বাড়ি। শোনা গিয়েছিল, বিস্ফোরণে মারা গিয়েছে আজহারের পরিবারের ১৪ সদস্য। এটা যে কোনও দাবিমাত্র নয়, বরং একেবারে সত্যি ঘটনা, সেকথাও মেনে নিয়েছে জইশ শীর্ষ কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল)। সেখানে ইলিয়াসকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "সেনা সদরদপ্তর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সিঁদুরে নিহত জঙ্গিদের শেষকৃত্যে যাতে উচ্চপদস্থ পাক কমান্ডাররা উপস্থিত থাকেন।" সে আরও বলে, "শহিদদের সম্মান জানাতে জওয়ানদের সেনার পোশাকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। এমনকী কিছু জওয়ানকে সেখানে পাহারারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সদরদপ্তর থেকে।" প্রসঙ্গত, অপারেশন সিঁদুরের পর জঙ্গিদের শেষকৃত্যের একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে পাক জওয়ানদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তারপরই বিতর্ক তৈরি হয়। ফুঁসে ওঠে ভারত। এবার খোদ জইশ কমান্ডার পরোক্ষভাবেই নিজের মুখে স্বীকার করে নিলেন যে সন্ত্রাসের মদতদাতা পাকিস্তান।

নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি-র সঙ্গে কথা প্রধানমন্ত্রীর

নতুন দিল্লি ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি সুশীলা কার্কি-র সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হওয়ায় শ্রীমতি কার্কিকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষ থেকে সেখানকার সরকারের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

নেপালে সাম্প্রতিক প্রতিবাদ বিক্ষোভে মর্মান্তিক জীবন হানিতে প্রধানমন্ত্রী গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন।

উভয় দেশের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে ভারত নেপালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যেতে প্রস্তুত বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। সেইসঙ্গে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা রক্ষায় এবং জনসাধারণের অগ্রগতিতে নেপালের প্রয়াসের প্রতি ভারতের পূর্ণ সমর্থনের কথাও জানিয়েছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী কার্কি নেপালের প্রতি ভারতের দৃঢ় সমর্থনের জন্য শ্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে প্রধানমন্ত্রীর মনোভাবের প্রতি সহমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী নেপালের আসন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

উভয় নেতা পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষায় সহমত হয়েছেন।

(৫ পাতার পর)

ভারত চেম্বার অফ কমার্সের ১২৫তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. ভি. অনন্ত নাগেশ্বরন ভারতের অর্থনীতির সাফল্য ও উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখলেন

ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে, তা নিয়ে মনোনিবেশ জরুরি।

বর্ষপূর্তি কমিটির চেয়ারম্যান ড. এম. জি. খৈতান ভারতের সাম্প্রতিক সাফল্যের দিকটি তুলে ধরেন, যেমন,বড় মাপের জনসমাগমের অনুষ্ঠান আয়োজন থেকে শুরু করে ১,২০,০০০-রও বেশি স্টার্ট-আপ এবং ১২০টিরও বেশি ইউনিকর্ন তৈরি। তিনি ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পসংস্থাগুলির-র ক্ষেত্রে জটিল নিয়ম ও খরচসাপেক্ষ দাখিল প্রক্রিয়া সরল করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন অনুষ্ঠানে। গবেষণা বাড়াতে ১ লক্ষ কোটি টাকার 'অনুসন্ধান গবেষণা তহবিল'-কে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারত চেম্বার অফ কমার্স দেশের অন্যতম পুরানো শিল্প সংগঠনগুলির মধ্যে পরে। বণিক ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়তে তার ভূমিকা বিশেষ। গত এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই সংস্থা বাণিজ্য, শিল্প ও সংস্কারের পক্ষে কাজ করেছে এবং উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহ দিয়েছে। ১২৫ বছরে পা দিয়ে সংস্থাটি আজও ভারতের উন্নয়নযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

সিনেমার খবর

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটাই প্রশ্ন করেন প্রসেনজিৎ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

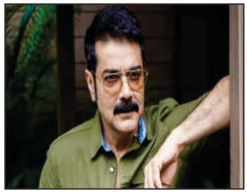

পশ্চিমবঙ্গের অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। টালিউড ইন্ডাস্ট্রিতে পার করেছেন ৪০ বছর। দীর্ঘ এই সময়ে অভিনয় দিয়ে নিজেকে নিয়ে গেছেন অন্য উচ্চতায়। টালিউড ছাড়িয়ে বলিউডেও নিজের ছাপ রেখেছেন। ক্যারিয়ারের এই সময়ে দাঁড়িয়ে প্রসেনজিৎ নাকি আয়নার সামনে নিজেকে একটাই প্রশ্ন করেন।

প্রসেনজিৎ বলেন, "দীর্ঘ ৪০-৪২ বছর ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে বলা কথাগুলো সময়ের সঙ্গে ক্রমশ বদলাতে থেকেছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে নিজেকে যে প্রশ্নটা করি সেটা হল- আর কী কী চরিত্রায়ণ এখনও পর্যন্ত করে ওঠা হয়নি। একদিন নায়ক জিৎ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আর কী করা উচিত বল তো? খানিক ভেবে ও বলল, 'সবই তো টাচ করেছো'। আর নিজেকে কীভাবে ভাঙব, আর কোন কাজগুলো করব, এটাই আমাকে ভাবায়। বারবার একটাই উত্তর ফিরে-ফিরে আসে। মনে হয়, সমুদ্র থেকে একঘটি জল তুলতে পেরেছি। এখনও অনেক কিছু করা বাকি। সেটাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখে।'

দীর্ঘ এ যাত্রার মাঝে ক্লান্তি বোধ করলেও দর্শকের জন্য দাঁড়িয়েছেন ক্যামেরার সমানে। ভেবেছেন নতুন প্রজন্মের কথা। রোজ সকালে উঠে নিজেকে বলেছেন, যেকোনো একজনকে যেন আজ তিনি অনুরাগী তৈরি করতে পারেন। এক্ষেত্রে উদাহরণ টানলেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনকে।

প্রসেনজিৎ বলেন, "মুম্বাইয়ে থাকাকালে আমি অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে দেখা করি। আমার নতুন যে কোনও কাজ তাকে দেখাই, সেটা দেখে উনি শুভেচ্ছা জানান। সেবার সৃজিত মুখোপাধ্যায়ও ছিল আমার সঙ্গে। উনি ট্রেলার দেখে সৃজিতকে বললেন, 'আমি অমিতাভ বচ্চন, তুমি আমার জন্য ভালো একটি চরিত্র দেখতে পারো।' তার মতো একজন অভিনেতা কাজের কথা বলছেন! এই যে কাজের ক্ষুধা, সেটা আমিও অনুভব করি। সঙ্গে দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসি। যে কারণে আমার 'কাকাবাবু'-র মতো কাজ করা। যাতে বাচ্চারা না বলে 'আমার মা আপনার ফ্যান', বরং আমার কাছে জানতে চায় 'তোমার ক্র্যাচটা কোথায়?"

এ বার পূজাতে মুক্তি পাচ্ছে প্রসেনজিৎ-শ্রাবন্তী অভিনীত সিনেমা 'দেবী চৌধুরানী'। এতে ভবানী পাঠক চরিত্রে অভিনয় করবেন প্রসেনজিৎ। সিনেমাটি নিয়ে দর্শকের আগ্রহ এখন তুঙ্গে। এই সিনেমার জন্যও নাকি আলাদাভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তিনি।

প্রসেনজিতের কথায়, "এমন চরিত্রে হঠাৎ করে পরের দিন থেকেই কাজ করা যায় না। সেই প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হয়। প্রথমে লাগে মানসিকভাবে শান্ত একটা ভাব। দ্বিতীয়ত, শারীরিক প্রস্তুতি। অভিনেতা হিসেবে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ, সারা পৃথিবী ভুলে গিয়ে নিজেকে যে কোনও চরিত্রের সঙ্গে আত্মস্থ করে তোলা। সেটা করতে খানিক সময় লাগে। তবে গোটা প্রসেসটা সুবিধা হয়েছে, লালন চরিত্রে কাজ করার সুবাদে। এই ধরনের প্রস্তুতিপর্বে আমি সবকিছু থেকে খানিকটা আলাদা হয়ে যাই। বলতে পারেন, নিজের একটা জগৎ তৈরি করে নিই।'

আঙুলে নতুন আংটি ঘিরে ফের চর্চায় রাশমিকা-বিজয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় জুটিগুলোর মধ্যে অন্যতম রাশমিকা মন্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডা। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বহুবার সংবাদের শিরোনামে এসেছেন। যদিও তাদের সম্পর্ক নিয়ে দু'জনই সবসময় চুপচাপ থেকেছেন। তবে একসঙ্গে ছুটি কাটানোর ছবি আর ঘন ঘন জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়া জল্পনাকে বারবার উসকে দিয়েছে। এবার রাশমিকার আঙুলে নতুন আংটি দেখে আবারও নেটদুনিয়ায় গুঞ্জন তুঙ্গে। অনেকেই বলছেন, বাগদান সেরেছেন এই দুই তারকা।

সাদা শার্ট, নীল জিনস আর কালো সানগ্লাসে রাশমিকাকে সম্প্রতি দেখা গেছে দুবাই বিমানবন্দরে। এসময় সবার নজর কাড়ে তার আঙুলের আংটি। যদিও একই দিন সন্ধ্যায় এক ইভেন্টে যোগ দিতে গিয়ে ওই আংটিটি আর দেখা যায়নি। ফলে ভক্তদের কৌতূহল আরও বেড়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত নিউ ইয়র্কে একটি অনুষ্ঠানে বিজয়-রাশমিকাকে একসঙ্গে দেখা যায়। দু'জনের ভক্তদের উদ্দেশে হাত নাড়ানোর ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

বিজয় ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করে বিজয় লিখেছিলেন, 'অপরিসীম সম্মান! স্বাধীনতা দিবসে ভারতীয় তেরঙায় রাঙানো হলো এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। এই অভিজ্ঞতা সত্যিই অসাধারণ।'

ভক্তদের সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত করেছে প্যারেডের সেই মুহূর্ত, যখন কিছু সময়ের জন্য রাশামকা ও বিজয়কে হাত ধরাধরি করতে দেখা যায়। ফলে তাদের সম্পর্কের গুঞ্জন আরও জোরদার হয়েছে।

শোনা যাচ্ছে, শিগগিরই 'ভিডি-১৪' সিনেমায় একসঙ্গে দেখা যাবে রাশমিকা ও বিজয়কে। এর আগে তারা একসঙ্গে অভিনয় করেছেন 'গীতা গোবিন্দম' এবং 'ডিয়ার কমরেড' ছবিতে।

'লেডি সুপারস্টার' ডাকায় ক্ষুব্ধ নয়নতারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নয়নতারা এবার প্রকাশ্যে জানালেন, তাকে যেন আর 'লেডি সুপারস্টার' নামে সম্বোধন না করা হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, তার হৃদয়ের কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো 'নয়নতারা'।

নয়নতারা লেখেন, "আমার বিনীত অনুরোধ, আমাকে 'নয়নতারা' বলেই ডাকুন। কারণ এই নামটাই আমার হৃদয়ের কাছের। বিশেষণ যেমন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হতে পারে, ঠিক তেমনি কখনও কখনও তা আমাকে আমার কাজ এবং প্রকৃত পরিচয় থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে।"

তিনি আরও যোগ করেন, "ভবিষ্যৎ সব সময় অনিশ্চিত। তবে আমি আমার নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে থাকব। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।।"

এই মুহূর্তে নয়নতারাকে দেখা যাবে 'টেস্ট' ছবিতে। এটি একটি ওটিটি প্রজেক্ট, তবে মুক্তির তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ পড়ে হতাশ আইয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়া কাপের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়ার পড়ে মুখ খুলেছেন ভারতের মিডল অর্ডার ব্যাটার শ্রেয়াস আইয়ার। তার জায়গায় তরুণ ব্যাটারদের দলে রেখেছে বিসিসিআই। নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকার আগেই জানিয়েছিলেন, নির্বাচিত স্কোয়াডে আইয়ারকে রাখার মতো জায়গা ছিল না।

আইপিএলের শেষ আসরে দারুণ ক্যাপ্টেনসিতে পাঞ্জাব কিংসকে ফাইনালে তুলেছিলেন আইয়ার। পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। তবুও আসন্ন এশিয়া কাপের দলে জায়গা না পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। সম্প্রতি একটি পডকাস্টে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আইয়ার বলেন, যখন জানেন যে আপনি দলে থাকার যোগ্য, প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার যোগ্য, তারপরেও বাদ পড়লে খুব হতাশ লাগে। নিঃসন্দেহে এশিয়া কাপ থেকে বাদ পড়েও আমি খুব হতাশ হয়েছি।

তবে নিজের হতাশা স্বীকার করলেও দলের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন আইয়ার। তিনি বলেন, একই সময়ে যদি দেখি কোনো ক্রিকেটার ভালো খেলছে, ধারাবাহিকভাবে রান করার জন্য দলে জায়গা পেয়েছে এবং সেখানেও রান করছে, তখন তার পাশে দাঁড়ানো ছাড়া আর কিছুই ভাবি না। আসল কথা হল দলের জেতা। দল জিতলে সবাই খুশি হবে।

দলে না থাকলেও নিজেকে প্রস্তুত রাখছেন আইয়ার। জাতীয় দলের বাইরে থাকা অবস্থায় ঘরোয়া ক্রিকেট ও অনুশীলনে মনোযোগী হয়ে ফেরার জন্য নিজেকে তৈরি করছেন তিনি। দল থেকে বাদ পড়লেও নিজের পরিশ্রমের জায়গায় কোনো ছাড় দিচ্ছেন না তিনি।

৩০ বছর বয়সী এই ব্যাটার বলেন, সুযোগ না পেলেও আপনাকে নিজের কাজ করে যেতেই হবে। যখন কেউ আপনাকে দেখছে, শুধু তখন কাজ করলে হবে না। কেউ না দেখলেও আপনাকে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

মান্ধানার রেকর্ডের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বড় হার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরুর আগে ভারতের সঙ্গে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ভারত সফরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া নারী দল। সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়ার পরই দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়া নেমেছে লজ্জার এক পরাজয়ে। ভারতের নারী দল সিরিজে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) নিউ চণ্ডীগড়ের মহারাজা যদবীন্দ্র সিং স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নামা ভারত অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা তার ক্যারিয়ারের ১২তম ওয়ানডে শতক হাঁকিয়ে দলের জন্য বড় স্কোর গড়েন। মাত্র ৯১ বলে ১১৭ রান করা মান্ধানা ভারতকে ৪৯.৫ ওভারে ২৯২ রানে অল আউট হতে সাহায্য করেন।

মান্ধানার এই শতক ওপেনার হিসেবে নারীদের ওয়ানডেতে সর্বাধিক শতকের রেকর্ডে ভাগ করে নিয়েছেন তিনি নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটস ও ইংল্যান্ডের ট্যামি বিমন্টের সঙ্গে।

জবাবে অস্ট্রেলিয়া মাত্র ১৯০ রানে অল আউট হয়। এটি তাদের ওয়ানডে ইতিহাসে একশ বা তার বেশি রানে সর্বোচ্চ ব্যবধানে পরাজয়ের ঘটনা। এর আগে ১৯৭৩ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৯২ রানের এই রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়া নারীদের সবচেয়ে বড় ব্যবধানের হার।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড, আর এলিস পেরি করেন ৪৪ রান। ভারতের হয়ে ক্রান্তি গৌড় নেন তিনটি উইকেট, এবং দীপ্তি শর্মা দুটি উইকেট লাভ করেন।

সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ হবে আগামী শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর)।

বাছাইপর্ব পার হওয়াতেই থামতে চান না ইতালির কোচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মূল লক্ষ্য তো অবশ্যই ইতালিকে বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে ফেরানো। তবে স্রেফ বাছাইপর্ব পার হওয়াতেই থমকে যেতে চান না জেন্নারো গাত্তুসো। ইতালির বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই মিডফিল্ডারের লক্ষ্য আরও বড়। ফুটবলে ইতালিয়ানদের আগ্রহ ফেরাতে চান তিনি।

এক সময়ের ফুটবলের পরাশক্তি এখন অনেকটাই অতীতের কঙ্কাল। ২০২০ ইউরো (করোনাভাইরাসের জন্য যেটা হয়েছিল ২০২১ সালে) জয় ছাড়া অনেক বছর ধরে বড় কোনো সাফল্য নেই তাদের। গত দুটি বিশ্বকাপে তাদের অভিযান শেষ হয়েছে বাছাইয়েই।

২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইয়ের শুরুতে নরওয়ের বিপক্ষে হারে চাকরি হারান লুসিয়ানো স্পাল্লেত্তি। তার জায়গায় কোচ হয়ে আসেন গাত্তুসো। এস্তোনিয়াকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে তার শুরুটা হয়েছে দুর্দান্ত। জোড়া গোল করেছেন মাতেও রেতেগি, একবার করে জালের দেখা

পেয়েছেন মোইজে কিন, জায়াকোমো রাসপাদোরি ও আল্লেসান্দ্রো বাস্তোনি।

আক্রমণাত্মক ফুটবলে এস্তোনিয়াকে ভীষণ চাপে রাখলেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না ইতালি। অবশেষে ৫৮তম মিনিটে 'ডেডলক' ভাঙে তারা। এরপর আরও চারবার জালে বল পাঠিয়ে পায় বড় জয়। ম্যাচ শেষের প্রতিক্রিয়ায় খেলোয়াড়দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন কোচ গাত্তুসো।

তিনি জানান, এই পারফরম্যান্সের জন্য আমাদের খেলোয়াড়দের ধন্যবাদ দিতেই হবে, কারণ প্রথমার্ধে শুধু একটি গোলের অভাব ছিল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR